দৈনিক বাংলা

তারিখ 24 JUN 1993
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ইংরাজী ভাষাকে বহিষ্কারের এক দফা দাবী

মঙ্গলবার দিবাগত রাতে ঢাকার একটি দৈনিক পত্রিকার সংবাদ কক্ষে একটি মোটাসোটা প্রেস রিলিজ পৌঁছে দেয়া হয়েছিল। মোটাসোটা বলার কারণ এই যে প্রেস রিলিজটি ছিল তিন নম্বর এক্সারসাইজ বুকের সব-ক'টা পৃষ্ঠা জুড়ে লেখা। কিন্তু ওটা ছাপা তো দূরের কথা সময়াভাবে পত্রিকাটির বার্তা–কর্মীদের পক্ষে পড়া পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই।

বার্তা–কর্মীরা অবশ্য গোড়ায় ঐ এক্সারসাইজ খাতার পাতার লেখা–গুলোকে সাহিত্য রচনার প্রয়াস বলেই গণ্য করেছিল। ভেবেছিল এটা হয়ত কোন উপন্যাস হবে, কিংবা বড় গল্প কিংবা গল্প সংকলন। এমনকি ওটা একটা দীর্ঘ প্রবন্ধ কিংবা প্রবন্ধ সংগ্রহ হতে পারে বলেও সংবাদ কক্ষের কারো কারো ধারণা জন্মেছিল। তাই তারা প্রেস রিলিজবাহক (প্রকৃতপক্ষে বাহকগণকে) সাহিত্য সম্পাদকের সাথেসাক্ষাতের উপদেশ দিয়েছিলেন।

কিন্তু বাহকদের মুখপাত্র জানালেন যে, ওটা সাহিত্য প্রয়াসের ফসল নয়, একটি প্রেস রিলিজ মাত্র। তখন তো সংবাদ কক্ষের কারো কারো ভিরমি খাবার অবস্থা।

বাহকদের মুখপাত্র ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করে বলেন যে, এটা জাতীয় শিক্ষা সংক্রান্ত একটি অতীব গুরুত্ব-পূর্ণ সংবাদ। তাই জাতীয় স্বার্থে পুরো প্রেস রিলিজটিই ছাপানো প্রয়োজন; অন্ততঃ এর মুখ্য বক্তব্যগুলো ছাপানো তো সংবাদপত্রের অবশ্য কর্তব্য। আর খবরটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে কেন্দ্র করে লেখা হয়েছে বলে তা প্রধান সংবাদ হিসাবে প্রকাশই হবে সর্বোত্তম।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, বুধবারের কাগজে তা ছাপানো সম্ভব হয়নি। নানা হাত ঘুরে শেষ পর্যন্ত প্রেস রিলিজটি আমার করতলগত হয়েছে। আর হাতে অঢেল সময় থাকায় আমি তা অতিশয় মনো-যোগ সহকারে পাঠ করেছি। অনেক কষ্ট করে তার মর্মার্থও উদ্ধার করেছি বলে মনে হচ্ছে।

প্রেস রিলিজটি হচ্ছে একটি সদ্য-গঠিত প্রতিষ্ঠানের। নাম ঃ এইচ-এসসির ইংরাজী পরীক্ষায় বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থী সমিতি। হেড অফিস ঃ ০০১ কস্তুরীবাগান দ্বাদশ লেন। ঢাকা ০০১২।

ঢাউস প্রেস রিলিজটির বক্তব্য-গুলোকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায়। একটি হলো পরীক্ষার হল থেকে পরীক্ষার্থীদের বহিষ্কার সম্পর্কে। দ্বিতীয়টি হলো কেবল ইংরাজী পরীক্ষাকালে হল থেকে বহিষ্কার সম্পর্কে।

হল থেকে পরীক্ষার্থীদের বহি-ষ্কারের বিরুদ্ধে প্রেস রিলিজে বিষোদগার করে বলা হয়েছে যে, পরীক্ষার হলে ছাত্রদের উপর এভাবে হামলা চালানোর ফলে দেশের শিক্ষার কার্যক্রম মারাত্মকভাবে বিপন্ন হতে চলেছে। এর ফলে দেশে উচ্চ শিক্ষিত-দের হার বৃদ্ধির সম্ভাবনা ক্রমেই হ্রাস পেতে চলেছে। আমাদের হিসাবে প্রতিবছর এসএসসি, এইচএসসি ও ডিগ্রী পরীক্ষায় কমপক্ষে পাঁচ হাজার পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়। এর ফলে প্রতিবছরই উচ্চশিক্ষিতদের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থীদের উপর জুলুমই এর জন্য দায়ী।

প্রেস রিলিজটিতে বলা হয় যে, গত দু'বছর দেশের বাজেটে শিক্ষা-খাতে সর্বাধিক পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। কারণ সরকার দেশে শিক্ষার উন্নয়ন চায়। আমাদের প্রশ্ন, পরীক্ষার হল থেকে ছাত্র বহিষ্কার করে কি শিক্ষা উন্নয়নের ঐ লক্ষ্য হাসিল করা যাবে? উত্তরটাও আমরা দিয়ে দিচ্ছি ঃ কখনোই না।

পরীক্ষার হল থেকে বের করে দেয়ার অজুহাত হিসাবে বলা হয়েছে যে, আমরা নাকি পরীক্ষার হলে নকল করি। অসদুপায় অবলম্বন করি। আমরা তা অস্বীকার করব না। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমাদের পিতা–পিতামহদের (এমন কি মাতা–মাতামহীদের) অনেকেই তো নকল করে পরীক্ষায় পাস করে এখন দিব্যি করেকম্মে খাচ্ছে। আমাদের অব্যবহিত পূর্বসূরী পরীক্ষার্থীরাওতো চুটিয়ে নকল করে এমনকি স্টার মার্ক পর্যন্ত অর্জন করেছে। আমাদের কেন তাহলে সেই সযোগ থেকে বঞ্চিত করা হবে? কেন পরীক্ষার হলে আমাদের উপর জুলুম করা হবে?

দেশের একজন বিশিষ্ট পরীক্ষা বিজ্ঞানী বলেছেন যে, নিতান্ত আকস্মিকভাবেই এদেশের পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে এক অনাকাঙ্ক্ষিত বহিষ্কার যুগের সূচনা করা হয়েছে। তাছাড়া ফি–বছরই এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত, এমনকি কখনো কখনো আগস্ট পর্যন্ত প্রতিটি পরীক্ষার দিনে অঘোষিত বহিষ্কার দিবস উদযাপন করা হচ্ছে। প্রেস রিলিজে এই পরিস্থিতির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে গোটা শিক্ষাঙ্গনকে বহিষ্কার যুগ ও বহিষ্কার দিবস মুক্ত করার জোরালো আহবান জানানো হয়।

প্রেস রিলিজটির দ্বিতীয় বক্তব্যটি

দুর্জন দর্শন

আমাদের মতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়টির প্রতি অবিলম্বে জাতির দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া উচিৎ বলে আমরা মনে করি। এটি হচ্ছে ইংরাজী পরীক্ষার দিন পরীক্ষার্থীদের বহিষ্কার সংক্রান্ত।

প্রেস রিলিজে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, দু'শত বছর ঔপনিবেশিক শাসনকালে ইংরেজরা আমাদের ঘাড়ের উপর তাদের ভাষা চাপিয়ে দিয়েছিল। ১৯৪৭ সালে তাদের এই উপমহাদেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু তারা যে বিদেশী ভাষা আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিল তার জোয়াল থেকে আমরা আজো পরিত্রাণ লাভ করতে পারি নাই। পাকিস্তানী আমলেও আমাদের উপর ইংরেজী ভাষার নিষ্পেষণ অব্যাহত ছিল। ২২ বছর আগে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। আমরা আশা করেছিলাম যে, এখন দেশে বাংলা ভাষা কেবল রাষ্ট্রভাষাই হবে না, ইংরেজী ভাষার ভূতটিকেও খেদিয়ে দেয়া হবে।

কিন্তু হায়! আজও আমাদের সেই সাধ–আহ্লাদ পূরণ হয় নাই। ইংরাজী ভাষা এখনো আমাদের ঘাড়ের উপর সিন্ধবাদের স্কন্ধে চাপা সেই বজ্জাত বুড়োর মতোই চেপে ধরে জাতির কণ্ঠরোধ করছে। পরীক্ষায় পাসের ক্ষেত্রে তা একটা মারাত্মক অন্তরায় সৃষ্টি করে রেখেছে। আমরা গত চার দশকের পরিসংখ্যান পরীক্ষা করে দেখেছি যে, ইংরাজী পরীক্ষার দিনই সবচাইতে বেশী সংখ্যক পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়।

এ ঘটনায় আমরা তাজ্জব হয়ে গেছি। লা জবাব হয়ে গেছি। একটি বিদেশী ভাষার প্রতি আমাদের পীরিতি এতই গভীর যে, সে জন্য আমরা ফি–বছর হাজার হাজার ছাত্রকে পরীক্ষার যূপকাষ্ঠে বলি দিতে এতটুকু কুণ্ঠিত হই না। আজ যারা পরীক্ষার্থী তারাই একদিন জাতির ভবিষ্যৎ। সেই পরীক্ষার্থীদের অর্থাৎ জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরদের আমরা চরম শাস্তি দিচ্ছি একটি বিদেশী ভাষার জন্য। এ লজ্জা আমরা রাখব কোথায়?

এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট। আমাদের দাবী এই যে, আমাদের জাতীয় স্বার্থে অর্থাৎ আজকের পরীক্ষার্থীকুলের সবাই যাতে একদিন জাতির স্বার্থ সমুন্নত করতে পারে তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য, বিশেষ করে ইংরাজী পরীক্ষার দিন হল থেকে কাউকে বহিষ্কার করা চলবে না। তার বদলে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট উপমহাদেশ থেকে যেমন ইংরেজদের বহিষ্কার করা হয়েছিল তেমনি ইংরাজী ভাষাকে এদেশ থেকে চিরতরে বহিষ্কার করতে হবে।

প্রেস রিলিজে বলা হয় যে, কর্তৃপক্ষ সত্বর আমাদের এই এক দফা দাবীর কাছে মাথা নত না করলে দেশব্যাপী ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। আর এই আন্দোলনের অংশ হিসাবে আমরা ভবিষ্যতে ইংরাজী ভাষার ক্লাস ও পরীক্ষা থেকে বিরত থাকব–একথাও জানিয়ে দিতে চাই। অতএব হুঁশিয়ার! সাবধান!!! ইংরাজী ভাষাকে এদেশ থেকে একদিন বহিষ্কার করবই, করব।

— খোন্দকার আলী আশরাফ